প্রথম আলো

তারিখ 12 SEP 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

এইচএসসিতে বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে এ প্লাস বেশি!

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে সহজ বিষয় মাতৃভাষা বাংলা, আর সবচেয়ে কঠিন ও ভীতিকর বিষয় ইংরেজি। এইচএসসি পরীক্ষায় এই ইংরেজিতেই এবার বাংলার তুলনায় এ-প্লাস পেয়েছে কয়েক গুণ বেশি পরীক্ষার্থী। এমনকি বাংলা ও ইংরেজিতে পাসের হার প্রায় সমান হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এইচএসসিতে সামগ্রিক পাসের হার বেড়ে স্মরণকালের রেকর্ড ভাঙার প্রধান কারণ, ইংরেজিতে পাসের হার অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া। প্রায় সব কটি শিক্ষা বোর্ডে ইংরেজি দুই বিষয়ে পাসের হার গড়ে ৯০ শতাংশের কাছাকাছি। গত কয়েক বছর ইংরেজিতে পাসের হার ছিল ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে।

ইংরেজিতে এ-প্লাস বেশি: সাতটি বোর্ডের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সব বোর্ডেই বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে এ-প্লাস পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি; কোনো কোনো বোর্ডে কয়েক গুণ।

ঢাকা বোর্ডে বাংলায় এ-প্লাস পেয়েছে পাঁচ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫ ● সম্পাদকীয়: পৃষ্ঠা-১০

বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে এ প্লাস বেশি!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাজার ১৩৮ জন পরীক্ষার্থী। ওই বোর্ডে ইংরেজিতে ছয় হাজার ৭৬ জন ছাত্রছাত্রী এ-প্লাস পেয়েছে। যশোর বোর্ডে বাংলায় এ-প্লাস পেয়েছে ১১৪ জন, আর ইংরেজিতে ৯৬৩ জন। বরিশাল বোর্ডে বাংলায় এ-প্লাস পেয়েছে ১৬৪, আর ইংরেজিতে পেয়েছে ২০৬ জন।

ইংরেজি ও বাংলায় পাসের চিত্র: অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় ইংরেজিতে পাসের হার বেড়েছে। তবে বাংলায় পাসের হার প্রায় একই আছে।

ঢাকা বোর্ডের চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে পাসের হার ৯৪ শতাংশ, প্রথম পত্রে এই হার ৮৩ শতাংশ। অন্যদিকে এই বোর্ডে বাংলা প্রথম পত্রে পাসের হার ৯৮ এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্রে এই হার ৯৯ শতাংশ।

রাজধানীর ইস্পাহানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে একজন ছাত্রীও ইংরেজিতে ফেল করেনি। কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজির শিক্ষক রফিকা আফরোজ বলেন, ২৬১ জন ছাত্রীর মধ্যে ১০ জন ফেল করেছে পৌরনীতি, বাংলা ও যুক্তিবিদ্যার মতো বিষয়ে। ইংরেজিতে পাসের হার এত ভালো হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখনকার ছাত্রছাত্রীরা কমিউনিকেটিভ ইংরেজি শিখছে, যা বেশ সহজ। বিশেষ করে ৪০ নম্বরের কমপ্রিহেনসিভ থাকে। একটি সহজ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয়। এটা পড়ে পুরোপুরি না বুঝেও বহু নির্বাচনী প্রশ্নের জবাব, সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ও শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব। রফিকা আফরোজ আরও বলেন, ইংরেজি ব্যাকরণের ওপরও গুরুত্ব কম দেওয়া হয়। এখন ব্যাকরণ তথা নাউন, প্রোনাউন, পার্টস অব স্পিচ, ন্যারেশন, ভয়েস চেঞ্জ প্রভৃতি পুরোপুরি না জেনেও ইংরেজিতে ভালো নম্বর পাওয়া যায়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখনকার শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে ভালো করলেও ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করছে এবং প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিখতে পারছে না।

রাজধানীর সিটি কলেজের ছাত্রী তারান্নুম শাকেরীন খান বলেন, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ সহজ মনে হয়। এটা বুঝতে পারলে এবং মোটামুটি ধারণা থাকলে জবাব দেওয়া বেশ সহজ।

ইংরেজির ধাক্কায় বেড়েছে গড় পাস: চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি বিষয়ে পাসের হার দেখে গড় পাসের হার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ইংরেজিতে শতকরা যত ভাগ শিক্ষার্থী পাস করে, গড় পাসের হার হয় তার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ কম, কিন্তু সেই হিসাবও এবার পাল্টে গেছে।

ঢাকা বোর্ডে ইংরেজি প্রথম পত্রে ৮৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ওই বোর্ডে পাসের গড় হার ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ। চিরাচরিত হিসাব অনুযায়ী গড় পাসের হার ৭৭ বা ৭৮ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গড় হার ৮২ হওয়ার কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৯৪ শতাংশ। তাই প্রথম পত্রে যারা ফেল করেছে, তাদের অনেকে দ্বিতীয় পত্রে বেশি নম্বর পাওয়ায় দুই বিষয় মিলে পাসের সুবিধা নিয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫০ হাজার ২০২ জন। এদের মধ্যে ইংরেজিতে ফেল করেছে প্রায় দুই হাজার। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, ইংরেজির প্রশ্ন হয়েছে পরীক্ষার্থীবান্ধব এবং যেসব শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের দিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করানো হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, পরীক্ষার খাতা দেখায় উদারতার কোনো সুযোগ নেই।

জিপিএ-৫ দ্বিগুণ, তবে সব বিষয়ে এ-প্লাস কম: 'গোল্ডেন জিপিএ' নামের কোনো মেধার স্বীকৃতি দেয় না শিক্ষা বোর্ডগুলো। তার পরও মেধার এমন একটি পরিচয় এখন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মুখে মুখে। যারা সব বিষয়ে এ-প্লাস পায়, তাদেরই গোল্ডেন জিপিএ প্রাপ্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ বছর পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি হলেও সব বিষয়ে এ-প্লাস পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম।

ঢাকা বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৭০২ জন। এদের মধ্যে সব বিষয়ে এ-প্লাস পেয়েছে এক হাজার ৩০০। যশোর বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে এক হাজার ৭৬৪ জন। এদের মধ্যে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬ জন। এ ছাড়া বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯১ জন। এদের মধ্যে সব বিষয়ে এ-প্লাস পেয়েছে ৩৯ জন।